বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী অংশ নিলেন পরীক্ষায় : বিভাগ বলছে তারা বহিষ্কারের চিঠি পায়নি

কুবি প্রতিনিধি

২০ মে, ২০২৫ ১৭:৩৫

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হয়েও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এক শিক্ষার্থী। যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

এদিকে বিভাগ সংশ্লিষ্টদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারসংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি তারা পায়নি। তাই অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা দেওয়ার সুযোগ ছিল না তাদের।

জানা যায়, অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর নাম শাকিল খান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। গত ২৯ এপ্রিল এই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। এই সেমিস্টারের পরবর্তী পরীক্ষা ছিল যথাক্রমে ৪, ৮, ১২ ও ১৮ মে।

তবে এর আগে গত ৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয়-২৪ হলে প্রাধ্যক্ষের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযানে শিক্ষার্থী শাকিলের বিরুদ্ধে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ৭ মে তাকে হল থেকে এবং ১৪ মে

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। তাই ১৮ তারিখের পরীক্ষায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ ছিল না। তবে নিয়মের কোনো তোয়াক্কা না করেই তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী শাকিল খান বলেন, ‘আমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। তবে আমি যে পরীক্ষায় বসতে পারব না, এ বিষয়টি বিভাগ থেকে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।’

আরো পড়ুন

মাদক সম্পৃক্ততার অভিযোগে কুবির ৫ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, একটি সিদ্ধান্ত হলে সেটা বিভাগে প্রশাসন প্রেরণ করবে, এটাই নিয়ম। কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি ছাড়া তো আমরা একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে মানা করতে পারি না। শৃঙ্খলা বোর্ড বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে।

সেটা যদি পাস হয়ে থাকে, তাহলে একটি অফিস আদেশ বিভাগে পাঠানোর কথা। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব। কিন্তু এমন কোনো চিঠি বিভাগে আসেনি। এটা প্রশাসনই ভালো বলতে পারবে।

চলমান চতুর্থ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুল হাছান খান। একই সঙ্গে মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় শিক্ষার্থী শাকিল খান যে হল থেকে বহিষ্কার হয়েছেন মাহমুদুল হাসান খান সেই হলের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি বলেন, 'বহিষ্কার হয়েছে কিনা সেটা প্রশাসন থেকে তো আমাদেরকে কিছু জানানো হয়নি। আনুষ্ঠানিক কোন চিঠিও পাঠানো হয়নি। সে জন্য আমরা তাকে পরীক্ষায় বসতে দিয়েছি। এখন যদি প্রশাসন মনে করে পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে সেটা প্রশাসনের বিষয়।'

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন বলেন, 'শৃঙ্খলা বোর্ডের কমিটিতে আমিও ছিলাম। সেখানে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোন অফিসিয়াল চিঠি প্রশাসন থেকে বিভাগে আসে নাই। সে জন্য পরীক্ষা দিতে দিয়েছি।'

বিভাগীয় দপ্তরে চিঠি না পাঠানোর অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল বলেন, 'যেহেতু বিভাগীয় প্রধান শৃঙ্খলা বোর্ডের মিটিংয়ে ছিলেন, তো উনি বহিষ্কারের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। সেখানে চিঠি ইস্যু করা না করা তো কোন বিষয় না। আমি এখন ছুটিতে আছি, চিঠি পাঠানোর বিষয়ে রেজিস্ট্রার স্যার ভালো বলতে পারবেন।'

অভিযোগের বিষয়ে রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'শৃঙ্খলা বোর্ডের একটি মিটিং হয়েছে। মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের ফাইল নোট পাস হয়ে আসলে তারপর আমি চিঠি পাঠাতে পারব। অনুমোদন না হলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না। বহিষ্কার ফাইল নোট এখনো পাস হয়ে রেজিস্ট্রার দপ্তরে আসেনি। তাই আমরা এখনো চিঠি দিতে পারিনি।'

আরো পড়ুন

কুবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ, উচ্চতর তদন্ত কমিটি গঠন

এ দিকে গত ১৪ মে শৃঙ্খলা বোর্ডের সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিপন্থি ও নৈতিক অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের আবাসিকতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে উক্ত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে অবস্থান করতে পারবে না এবং অ্যাকাডেমিক সকল কার্যক্রম থেকেও সাময়িক বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও সিদ্ধান্ত কবে থেকে কার্যকর হবে এবিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না।

শৃঙ্খলা বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং শৃঙ্খলা বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হাকিম জানান, 'বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত যেদিন নেওয়া হয়, সেদিন থেকেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে থাকে। সেই হিসেবে বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থী অ্যাকাডেমিক কোন কার্যক্রম অংশ নিতে পারবে না। এমনকি ক্যাম্পাসে, হলেও প্রবেশ করতে পারবে না। আর বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীরতো কোনোভাবে পরীক্ষায় বসার সুযোগি নেই।'

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের প্রধান নূরুল করিম বলেন, 'আইন অনুযায়ী একজন বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী কোনোভাবে পরীক্ষায় বসতে পারে না। যদি ঐ বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসে থাকে তাহলে বিষয়টি আমার জানা নেই। এখন শুনতেছি ঐ বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে হবে।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলীকে মুঠো ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।